শৈলকুপা আওয়ামী যুবলীগের পৌর নির্বাচন উপলক্ষে বর্ধিত সভা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভার আসন্ন পৌর নির্বাচন উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী যুবলীগ আয়োজিত এক বর্ধিত সভা মঙ্গলবার বেলা ২টায় উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামিম হোসেন মোল্লার সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল, রাজু আহমেদ, হাফিজুর রহমান, সামসুজ্জামান তুহিন, আফরোজা নাসরিন লিপি, রানাউজ্জামান বাদশা, কাজী মোস্তাফিজুর রহমান নওরোজ, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ,রবিউল ইসলাম লাল্টু, ওয়াজেদ আলী, জুয়েল আহমেদ, আব্দুল মান্নান, মিলন মৃধা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শামিমার রশীদ জোয়ার্দার। বক্তারা তাদের বক্তব্যে আসন্ন আগামী ১৬ জানুয়ারী পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতিকের প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম কে জয়যুক্ত করার জন্য সকল নেতা কর্মীকে কাজ করতে বলেন।

উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন বক্তারা।

সিনিয়র সচিব হলেন কাজী রওশন আক্তার

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে তার এই পদোন্নতি কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাজী রওশন আক্তার যশোর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের সপ্তম ব্যাচের (১৯৮৫) কর্মকর্তা কাজী রওশন আক্তার ২০১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত সচিব পদে নিয়োগ লাভ করে, বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে রেক্টর হিসেবে যোগ দেন। তিনি ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারের সচিব হিসেবে বিসিএস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারিতে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগ দেন।

কাজী রওশন আক্তার যুগ্ম-সচিব পদে বিসিআইসির পরিচালক ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বিদ্যুৎ বিভাগেও দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি মহিলা বিষয়ক অধিদফতরে মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন।

কাজী রওশন আক্তার মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ হতে ‘গভর্ন্যান্স স্টাডিজ’ বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইন্দোনেশিয়ার বিমানটি সাগরে আছড়ে পড়ার পর সম্ভবত ভেঙে যায়

জাভা সাগরে বিধ্বস্ত ইন্দোনেশিয়ার শ্রীজয়া এয়ার বোয়িং ৭৩৭ যাত্রীবাহী বিমানটির অনুসন্ধানের কাজ চলছে। বিমানের সন্ধান না মিললেও সাগরের এখানে-সেখানে ভেসে উঠছে দেহাবশেষ, জামাকাপড় ও লাইফ জ্যাকেটসহ নানা জিনিসপত্র। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিমানের কোনো আরোহীর জীবিত থাকার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

সাগর থেকে যেসব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে তদন্তকারীরা মনে করছেন- বিধ্বস্ত বিমানটি সম্ভবত সাগরে আছড়ে পড়ার পর ভেঙে যায়।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পরিবহন নিরাপত্তা কমিটির একজন তদন্তকারী নুরকায়হো উতোমো ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, বিমানটি সাগরে আছড়ে পড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পুলিশে অভিযোগ দেওয়ায় মামলা ও প্রাণনাশের হুমকি

আলমডাঙ্গায় জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরে স্কুল ছাত্রকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে খাদেমপুর ইউনিয়নের রংপুর এ ঘটনাটি ঘটে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের রংপুর গ্রামের ইকরাম হক (৩২) এর স্কুল পড়ুয়া ছেলে রাব্বি হাসান (১৩) ও স্বপন হোসেনের স্কুল পড়ুয়া ছেলে সোলায়মান হোসেন (৯) গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে রংপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলা করছিলো। এসময় সোলায়মান ও রাব্বির মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র করে বাকবিতান্ড হয়। এসময়, সোলায়মান তার চাচা মোহাম্মদ আলির (৫৫) ছেলে সাইম (২৮) কে ডেকে নিয়ে আসে।

সাইয়েম এসে স্কুল ছাত্র রাব্বিকে গলা টিপে ধরে ও গাছের ডাল দিয়ে বেধরক মারপিট করে। মারপিটের ঘটনায় রাব্বি গুরুত্বর আহত হয়। আহত রাব্বি কে প্রথমিক চিকিৎসা দিয়ে বড়িতে পাঠায় স্থানীয়রা।

একই ঘটনা এর আগেও ঘটেছে বলে জানান রাব্বির। পিতা তিনি আরো বলেন, সাইম সম্পর্কে আমার ভাগিনা (বোনের ছেলে) হয়। তার সঙ্গে অমার পিতার জমি নিয়ে দীর্ঘ দিনের বিরোধ চলছে ইতিপুর্বে সে আমার ছেলেকে কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করে এছাড়াও আমার ছোট ভাই ও তার ছেলেকে কিছুদিন আগে মারধর করে। সে আমার বড় ও মেজ ভাইকে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

এ ঘটনায় আমি তাৎক্ষণিক পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ি পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ করি। পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ করায় সে আমাকে বিকৃত ভাষায় বলে পুলিশের নিকট অভিযোগ দিয়ে আমার কিচ্ছু করতে পারবে না

আমার পিছনে অনেক বড় শক্তি আছে কিচ্ছু হবে না আমার বরং আমি তোকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবো আমি আলমডাঙ্গা থানায় যাচ্ছি তোর নামে মাদক ব্যবসা ও মাদক সেবনের অভিযোগ দেবো দেখি কে তোকে বাঁচাতে পারে এছাড়াও সে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিতে জানতে চায়লে পাঁচ-কমলাপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মহাম্মদ আলি বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনও বিষয়টা নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানান।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় সরকারি জমি দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পসডাঙ্গায় সরকারি খাঁস জমি দখল করে দোকান ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। বেশ কয়েক দিন ধরে চলছে ৩২ টি দোকান ঘর নির্মাণের কাজ। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ঘরের কাজ প্রায় শেষের পথে, ও বেশ কিছু নির্মাণ কাজ চলছে।

গত শনিবারের মধ্যে সকল দখলদারদের অবৈধ ঘর অপসারণের নির্দেশ দেন উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে অবৈধ ঘর নির্মাণ অপসরণ করা হয়নি বলে জানা গেছে।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা যায়, উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর পিছনে, ১৪৯৮ দাগে প্রায় ১৪ একর খাস জমি রয়েছে। গত বেশ কয় এক দিন ধরে ঐ জমিতে স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা, সংবাদ কর্মী ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অফিস সহায়ক বাহারু ইসলামসহ প্রায় ১০/১৫জন জমি দখল করে ৩২ টি অবৈধভাবে দোকান ঘর নির্মাণ করছেন।

এ সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ম্যাজিস্টেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলে ঘটনার সতত্যা পান।

এ সময় ঘটনাস্থল পরিদর্শন কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের গত শনিবার বেধে দেওয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল অবৈধ দখল অপসারণ করা না হলে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আইন গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সকলকে অবহিত করে নির্দেশ প্রধান করলেও আইন লঙ্ঘন করে একই ভাবে দখলদাররা খাস জমি দখলে রেখে অবৈধ দখলদাররা তাদের কার্যক্রম চালানোর পায়তারা করছেন।

এ বিষয়ে সচেতন মহল বলছেন, কার্পাসডাঙ্গায় প্রভাবশালীদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ- বাটরা চলছে। উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় বিষয়টি বর্তমানে টপ অব দ্যা ভিলেজে পরিণত হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের নিকট মুঠোফোনে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমরা দ্রুত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে থেকে অবৈধ দখল অপসারণের কথা বলা হলেও দখলদারা তা না মেনে আইন লঙ্ঘন করেছেন সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অবৈধ দখল অপসারণের জন্য সরোজিনে আমি ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরিদর্শন কালে দখলদারদের মৌলিক ভাবে অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশ অমান্য করে অবৈধ ঘর দখলকারীরা যেই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে

দামুড়হুদায় এ.আর. মালিক প্রাইভেট লিঃ কপির বীজ কিনে বিপাকে কৃষকরা

দামুড়হুদায় মজলিসপুর গ্রামের কৃষকেরা এ আর মালিক সীডস্ প্রাইভেট লিমিটেডের নিকট ফুলকপির বীজ কিনে বিপাকে পড়েছেন।

দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত মজলিসপুর গ্রামের সাধারণ কৃষকরা তাদের জমিতে ফুল কপি লাগানোর জন্য বীজ কিনতে পাশ্ববর্তী

মেহেরপুর জেলার বড় বাজারে অবস্থিত আল্লাহর দান বীজ ভাণ্ডার ও তাঈম এগ্রো সীডের দোকানে যান সেসময় এ আর মালিক সীড এর পরিবেশক মেহেরপুর বড়বাজারে প্রোঃ দয়াল রানা এ আর মালিক সীডস্ প্রাইভেট লিমিটেডের WHITE STONE এর SAKATA সীডস্রে বীজ ভালো হবে বলে কৃষকদেরকে বীজ কিনতে উৎসাহী করলে মজলিসপুর গ্রামের প্রায় ২৫/৩৫ জন কৃষক প্রায় ১৪০ প্যাকেট বীজ ৫৫০ টাকা দরে কেনেন।

কৃষকরা তাদের মাঠের জমিতে ঐ কোম্পানির বীজ দিয়ে বেড তৈরির ৩০/৪০ দিনের মধ্যে বেডেই ফুলকপির গুটি বেরহতে দেখেন এবং ফুলকপি ওজন হয় ৫০-১০০ গ্রামের মতো। সাধারণ বেডে থাকার ৬০ দিন পর চারা রোপণ করার কথা কিন্তুু দেখা গেছে ৩০-৪০ দিন পরই কপি বেরিয়ে যায়। বীজ কিনে ফুল বেরোনোর পর ফলন না হওয়ায় দিশেহারা কৃষকেরা।

উপজেলার মজলিসপুর গ্রামের কৃষক রিপন ৫, হয়রত ৫, আশা আলী ৪, আনাস ৩, ছাদ আলী ৬, সুরুজ ১৩, আবু সাঈদ ৪, মাহাফুজ ২, শান্তি ৩, মামুন২, আজাদ ৩, কালা চাঁদ ২, রাজন ৬, রাকিব ২ প্যাকেট সহ আরো ১০ জন কৃষক বীজ কিনে চরম বিপাকে পড়ে কৃষি অফিসার বরাবর ২৯ ডিসেম্বর, অভিযোগ করেন। এর প্রেক্ষিতে এ আর মালিক সীডস্ প্রাইভেট লিমিটেডের এরিয়া ম্যানেজার (মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট) আব্দুল হালিম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দামুড়হুদায় কৃষি অফিসে উপস্থিত থেকে আসস্ত করে বলেন, কৃষকদের সাথে মাঠে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে দেখার পর প্রকৃতি কৃষকদের সাথে কথা বলে ডিলারের মাধ্যমে সমাধানর করা হবে। কিন্তু বিভিন্ন ভাবে কাল ক্ষেপণ করে কোম্পানির প্রতিনিধিরা জানান, আমাদের কোম্পানির বীজ কৃষকরা যে পরিমাণে ক্রয় করেছেন সে পরিমাণের দাম ক্ষতি পূরণ হিসেবে দেওয়া হবে। কৃষকরা তাতে রাজি হয়নি।

কৃষকদের দাবি আমরা নিজ ও পরের জমিতে চাষ করি, সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের সার – তেল, জমির খরচ, শ্রমিক খরচ দিয়ে অনেক খরচ হয়ে যায়। অথচ কোম্পানিটি আমাদের কে শুধু বীজের দাম দেওয়ার কথা বলছে, তাতে আমরা রাজি নয়। আমাদের দামুড়হুদা কৃষক সমাজের অভিভাবক কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামানের কাছে আমাদের অভিযোগ দেওয়া আছে।

আমাদের যে পরিমাণের ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ আমরা পাব বলে আশা করছি। আর কোন কৃষক ভাইদের ক্ষতি যেন না হয় সেজন্য এধরণের বীজ যাতে বাজারজাত না করতে পারে এবং কৃষক ও কৃষি ধ্বংস করে কেউ যেন বেশি মুনাফা অর্জন করতে না পারেন সে বিষয় টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দেখার জন্য দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা।

লক্ষীপুর ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বজলুর রহমান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বরাবর দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত ২৯ ডিসেম্বও, বিকাল ৩ টার দিকে ফুলকপি আবাদ কারী কৃষকদের মৌলিক অভিযোগের ভিত্তিতে কলাবাড়ী মজলিসপুর গ্রামের ১৫ জন কৃষকের জমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে দেখেন কপির বয়স পূর্ণ না হওয়ার আগেই ফুল কপির গাছে ফুল এসে গেছে।

কৃষকদের নিকট থেকে জানতে পারি যে, এ আর মালিক সীড কোঃ লিঃ এর হোয়াইট স্টোন জাতের তাঁরা বপন করেছে। বিক্রেতাদের কাছ থেকে বীজ গুলি ক্রয় করে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এবং অক্টোবর মাসের শেষের প্রথম দিকে রোপণ করা হয়। বিক্রেতা তাদের বলে এই বীজ বপন করলে ফুলকপির ভালো ফলন হবে। কলাবাড়ী ব্লকের মজলিসপুর গ্রামের ১৫ জন কৃষকের ৬.৬৬(একর) জমির ফুল কপি সম্পূর্ণ রুপে ক্ষতি গ্রস্থ হয়, যাহার আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান বলেন, উপজেলার মজলিসপুর গ্রামের কৃষকরা কপির বীজ ক্রয় করে ফলন না হওয়ায় স্বশরীরে হাজির হয়ে অভিযোগ করেছিলেন, বিষয় টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছি। উল্লেখিত বিষয় টি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বজলুর রহমানকে সরেজমিন তদন্ত পূর্বক রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিলো।

মজলিসপুর গ্রামের কৃষক ভাইদের কি পরিমাণ জমিতে ফুল কপি রোপণ করা হয়েছিলো তা সরোজিনে গিয়ে তদন্ত পূর্বক গত পরশু রবিবারে আমি তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি।

সেখানে দেখা গেছে কৃষকদের ৬.৬৬ একর জমিতে লাগানো ফুল কপির ক্ষতি হয়েছে। কোম্পানির প্রতিনিধিরা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট কথা বলে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করবো। যেহেতু তারা বিষয় টি কৃষকদের সাথে সমাধানে আসতে পারেন নি, এজন্য তদন্ত প্রতিবেদন টি আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবো।

দামুড়হুদা ইজিবাইক চালকদের ধর্মঘট: যাত্রী সাধারণের ভোগান্তি

চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরে ইজবাইক প্রবেশ করতে না দেওয়ায় দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালকরা ধর্মঘট করেছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত তারা দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুক্তমঞ্চের সামনে ধর্মঘট করে।

এসময় ইজিবাইক চালকরা বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার সব উপজেলা থেকে ইজিবাইক জেলা শহরে প্রবেশ করতে দিলেও দামুড়হুদা উপজেলার কোনো ইজিবাইক ঢুকতে দিচ্ছে না। যার ফলে আমরা ইজিবাইক চালকরাসহ যাত্রীরা প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছি।

একটি মহল ইজিবাইক এসোসিয়েশনের নামে এমন মনগড়া নিয়ম তৈরি করে আমাদের কে প্রতিনিয়িত ভোগান্তি করছে। আমরা অনেকে ভাড়ায় চালিত ইজিবাইক চালায়। চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরে আমাদের কে ঢুকতে না দেওয়ার কারণে আমরা মালিক পক্ষদের কে ভাড়ার টাকা পরিশোধ করতে পারছি না।

এছাড়াও আমাদের অনেকে বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ইজিবাইক কিনেছি, স্বাধীন ভাবে গাড়ি চালাতে না পারাই আমরা এনজির ঋণ গুলোও পরিশোধ করতে পারছি না। এবং আমাদের উর্পাজন কমে যাওয়ায় পরিবারে নেমে এসছে অভাব-অনটন। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের পরিবার গুলো পথে নেমে যাবে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সুদুষ্টি কামনা করেছে ইজিবাইক চালকরা। ভুক্তভোগী যাত্রীরা অভিযোগ করে বলেন, ভেঙ্গে ভেঙ্গে ইজিবাইক চলার কারণে আমাদের কে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া।

বিশেষ করে বাসে যাতায়াত করা যাত্রীদের প্রহাতে হচ্ছে ভোগান্তি। বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের কে বেশি ভোগান্তি প্রহাতে হচ্ছে। অনেকটাই বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ভাড়ায় আমাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, এটা জেলা প্রশাসক স্যারের সিদ্ধান্ত, এক উপজেলা থেকে আর এক উপজেলায় ইজিবাইক প্রবেশ
করবে না। তবে অভিযোগ পেয়েছি যে, চুয়াডাঙ্গার ইজিবাইক গুলো

দামুড়হুদায় আসছে। এবিষয়ে ওসি দামুড়হুদা কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি।

জীবননগরের হাসাদাহে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার বিকালে হাসাদাহ বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় হাসাদাহ রেনের্সাস ক্লাব একাদশ বনাম জীবননগর খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি একাদশ মুখোমুখি হয়। খেলায় হাসাদাহ রেনের্সাস ক্লাব ০-১ গোলে জীবননগর খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি একাদশ জয়ী হয়। খেলায় প্রথমে জীবননগর খেলোয়ার সমিতি একাদশের খেলোয়ার শামিমের বা পায়ের একটি শটে গোল হলে হাসাদাহ রেনের্সাস ক্লাবের খেলোয়ারেরা গোল শোধ করার লক্ষে মরিয়া হয়ে ওঠে। খেলার সময়ের মধ্যে গোল না শোধ করতে না পারায় খেলায় সময় শেষ হলে রেফারির বাঁশি বাজিয়ে দেয়।

খেলাই ম্যান অব দ্য মাচ এর পুরস্কার গ্রহণ করেন জীবননগর খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি একাদশের খেলোয়ার শামিম। পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জীবননগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম ইশা, বিশেষ অতিথি ছিলেন, হাসাদাহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডি এম মতিয়ার রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি জুম্মত আলী মন্ডল, হাসাদাহ ইউনিয়ন আ.লীগের ৫নং ওয়ার্ডের সভাপতি শুকুর আলী মন্ডল, হাসাদাহ ইউনিয়নের যুবলীগের সহ-সভাপতি মিন্টু মিয়া, যুগ্ম-সম্পাদক তরিকুর ইসলাম, সাংবাদিক আল-আমিন, মনিরুজ্জামান রিপন, বদরুজ্জামান শ্যামল, যুবলীগের নেতা রহিম, লালন মন্ডল, লাল্টু মিয়া, আব্বাস আলী, মাসুম মন্ডল, আলাউদ্দীন প্রমুখ।

খেলায় জীবননগর খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি একাদশের অধিনায়কের দায়িত্ব ছিলেন সবুজ ও হাসাদাহ রেনের্সাস ক্লাবের অধিনায়ক সুমন। খেলাই

ধারাভ্যাকারে ছিলেন সাব্বির রহমান, রেফারি ছিলেন ইসমাইল; সহকারী ছিলেন হাবিবুর রহমান ও টুটুল।

বাংলাদেশ কন্ঠ’র জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন তানজীর ফয়সাল

ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ কন্ঠ’র চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন দৈনিক আমাদের চুয়াডাঙ্গা’র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গার বহুল প্রচলিত মা মাটি ও মানুষের মুখপত্র দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল এর দামুড়হুদা অফিসের সহকারী অফিস প্রধান তানজীর ফয়সাল।

গতকাল বাংলাদেশ কন্ঠ’র সম্পাদক ফারুক খান স্বাক্ষরিত নিয়োগ ও পরিচয় পত্র হাতে পেয়েছেন। জাতীয় দৈনিকে নিয়োগ পাওয়ায় দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের প্রকাশক ও সম্পাদক, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, যুগ্ম-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব, অর্থ সম্পাদক শমশের আলী, বাংলাদেশ খবরের জেলা প্রতিনিধি শামসুজ্জামান পলাশ, বিডি ফোকাসের নির্বাহী সম্পাদক রোকুনুজ্জামান,

দৈনিক আমাদের চুয়াডাঙ্গা’র নির্বাহী সম্পাদক এ এইচ কামরুল, দৈনিক সকালের সময় প্রত্রিকার জেলা প্রতিনিধি শামীম রেজা, দৈনিক লাখো কন্ঠ’র জেলা প্রতিনিধি হিরন, দৈনিক মাথাভাঙ্গার দামুড়হুদা অফিস প্রধান এম আই মিরাজ, উপজেলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি শামসুল ইসলামসহ দামুড়হুদা ওরা বন্ধু সংঘ’র সকলক সদস্য বৃন্দ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]